প্রথম আলো

তারিখ 04 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

সূত্রাপুরের এমএস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে প্লাস্টিক কারখানা ● প্রথম আলো

বিদ্যালয়ঘেঁষা সেই কারখানা সরেনি

রাজধানী প্রতিবেদক ●

পুরান ঢাকার সূত্রাপুর এমএস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেয়াল ঘেঁষে গড়ে ওঠা সেই পলিথিনের অবৈধ কারখানাটি সরানো হয়নি। অথচ এই কারখানার দুর্গন্ধের কারণে বিদ্যালয়টির ক্লাস-পরীক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

এদিকে বিদ্যালয়টির নিচতলায় ও চারপাশে অবৈধভাবে বসতি গড়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা। নিচতলায় রান্নাবান্না, গোসলসহ সবকিছুই করছেন তাঁরা। তাঁদের রান্নাবান্নার ধোঁয়াও আসছে বিদ্যালয়ের কক্ষে। এলাকাটি 'সূত্রাপুর সিটি কলোনি' নামে পরিচিত। গত বছরের ১৯ অক্টোবর *প্রথম আলোতে* 'বিদ্যালয় ঘেঁষে অবৈধ পলিথিনের কারখানা' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল।

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অভিযোগ, পলিথিনের কারখানায় ব্যবহৃত রাসায়নিক, পলিথিন ও রঙের পোড়া গন্ধ ঢুকছে বিদ্যালয় ও আশপাশের আবাসিক ভবনে। এতে ক্রমান্বয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমছে। এলাকাটি ডিএসসিসির ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত।

সূত্রাপুর থানা শিক্ষা অফিসার মঈনুল হোসেন বলেন, বিদ্যালয়-সংলগ্ন পলিথিনের কারখানা উচ্ছেদ করতে গত বছর ঢাকা জেলা প্রশাসককে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। তাই এ সমস্যা নিয়ে বিদ্যালয়টি চলছে।

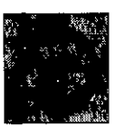

গত রোববার ও গতকাল সোমবার দেখা যায়, সূত্রাপুরের ওয়াল্টার সড়কে গড়ে তোলা টিনের ছাউনি দেওয়া ওই পলিথিনের কারখানা আগের মতোই রয়েছে। এর পেছনে সূত্রাপুর এমএস সরকারি বিদ্যালয়। কারখানায় বড় বড় কয়েকটি যন্ত্রে বিস্কুট, চানাচুর, আটা, ময়দাসহ বিভিন্ন পণ্যের পলিথিনের প্যাকেট তৈরি করছেন শ্রমিকেরা। আর কারখানার ভেতরের গ্যাস বা গন্ধ বের হওয়ার মুখ রাখা হয়েছে বিদ্যালয় বরাবর। ফলে কারখানায় ব্যবহৃত রাসায়নিক ও পলিথিনের পোড়া গন্ধ সরাসরি ঢুকছে শ্রেণিকক্ষ ও আশপাশের বাসাবাড়ির ভেতরে।

সূত্রাপুর এমএস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

এ ছাড়া বিদ্যালয়ের নিচতলার দেয়াল তুলে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে ডিএসসিসির প্রায় ১০টি পরিচ্ছন্নতাকর্মীর পরিবার। এসব ঘরের রান্নাবান্নার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে শ্রেণিকক্ষ। তার মধ্যেই ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা। বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় তলায় ওঠার সিঁড়ি ঘেঁষে নির্মাণ করা হয়েছে গোসলখানা। চারপাশে আবর্জনা ছড়িয়ে রয়েছে। বিদ্যালয়ের পশ্চিম পাশে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের আবাসনের জন্য তিনটি বহুতল ভবনের নির্মাণকাজ চলছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক বলেন, বিদ্যালয়ে গেলে কারখানার রাসায়নিক ও পলিথিনের পোড়া গন্ধে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শ্বাসকষ্ট হয়। মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। ক্লাস চলাকালে কারখানা বন্ধ রাখতে বলা হয়েছিল, কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। বরং কারখানার বাতাস বা গন্ধ বের হওয়ার পথ রাখা হয়েছে বিদ্যালয়ের দিকে মুখ করে। এ ছাড়া কোনো ধরনের অনুমতি ছাড়া গত এপ্রিলে বিদ্যালয়ের নিচে গোসলখানা নির্মাণ করা হয়। এতে অনেক সময় বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করতেও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। এসব কারণে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও কমে গেছে। তাদের মধ্যে নিয়মিত উপস্থিতির সংখ্যা আরও কম।

প্রায় ২০ বছর ধরে আবাসিক এলাকায় অনুমোদন ছাড়াই চলছে এই কারখানা। এ প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোখলেস দেওয়ান বলেন, কারখানায় পণ্যের প্যাকেট তৈরিতে মূলত রং ব্যবহৃত হয়। আর রং হালকা করতে শুধু 'থিনার' নামের একধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। এর গন্ধ বিদ্যালয়ে যায় না।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য ১৯৬৯ সালে একটি টিনের ছাউনির ঘরে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে ১৯৭৩ সালে এটি জাতীয়করণ করা হয়। ২০০৩ সালে বিদ্যালয়ের জন্য নির্মাণ করা হয় চারতলার একটি নতুন ভবন। কিন্তু বিদ্যালয়ে ডিএসসিসির পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমছে।

নাম প্রকাশ না করে কলোনির এক বাসিন্দা বলেন, বিদ্যালয়ে ক্লাস চলাকালে তেমন কেউ রান্না করেন না। গোসল করার বিকল্প না থাকায় বিদ্যালয়ের নিচে ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবাসন প্রকল্পের কাজ শেষ হলে এখান থেকে সবাই চলে যাবে।

জানতে চাইলে ডিএসসিসির ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আবদুস সাহেদ বলেন, বিদ্যালয় ও এলাকার পরিবেশের স্বার্থে পলিথিনের কারখানাটি সরানো দরকার। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডিএসসিসির সহযোগিতা চাইলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।